বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১১ | Innovation in Education-11

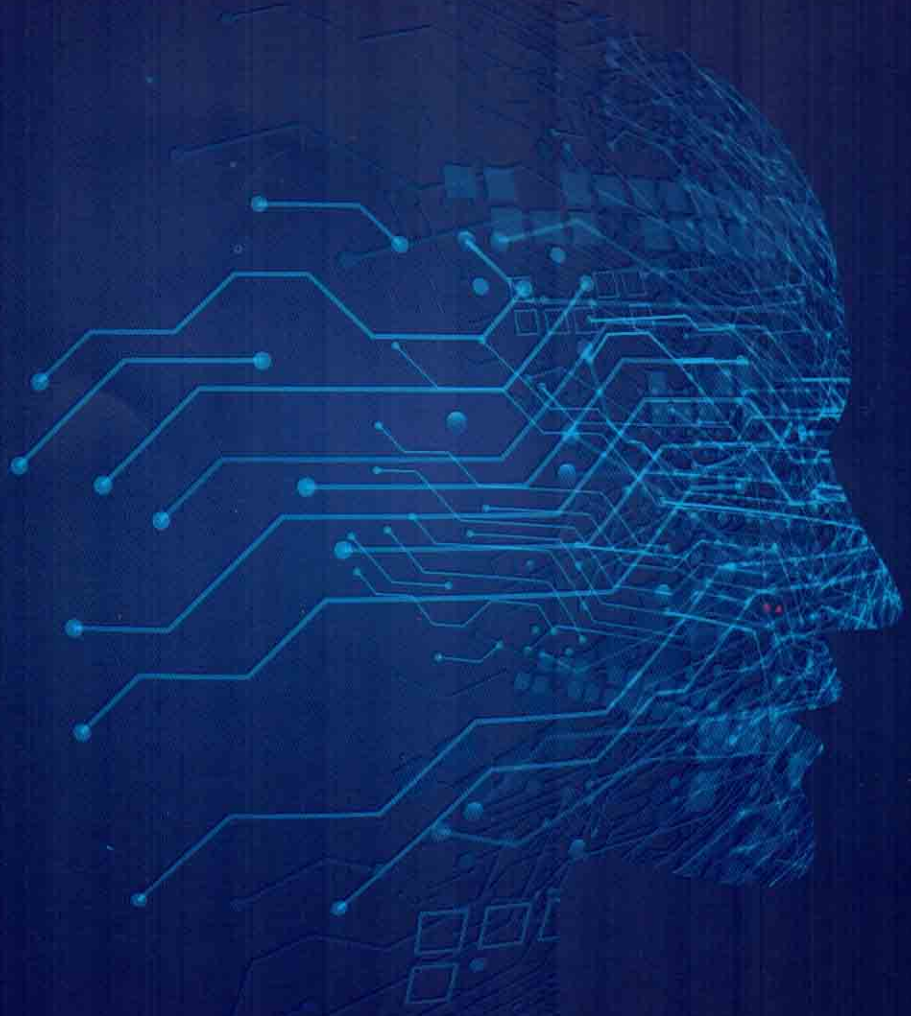

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১১
Innovation in Education-11

উপদেষ্টা:

প্রফেসর ড. মোঃ লোকমান হোসেন
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায়:

নায়েম ইনোভেশন কমিটি

নায়েম ইনোভেশন কমিটি:

পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সভাপতি
প্রফেসর ড. উম্মে আসমা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), নায়েম	সদস্য
জনাব পুলক বরণ চাকমা সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সদস্য
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য সচিব

১৫৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব পুলক বরণ চাকমা সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সদস্য

১৫৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

হাসান মুরাদ (প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা) আইডি ন.-০৬	সদস্য
উৎপল বিশ্বাস (প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা) আইডি ন.-৪৪	সদস্য
কৃষ্ণ কুমার বিশ্বাস (প্রভাষক, বাংলা) আইডি ন.-৭৬	সদস্য

প্রচ্ছদ ডিজাইন:

মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

মুদ্রণ:

নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: জুন ১৬, ২০২১

সহযোগিতায়:
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা সর্বাধিক। এ ক্ষমতার সুষ্ঠ প্রয়োগের ফলেই গুহাবাসী মানুষ আজ মহাকাশে বিচরণ করছে। উন্নততর ফল পেতে হলে উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে উন্নততর পদ্ধতিতে তা করতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপগত দিকের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু এখনও মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার বিষয়ে অনেক কিছু করার আছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। তাই বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের উদ্ভাবনীমূলক ধারণাগুলোকে অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহযোগী দেশ হিসেবে পরিমাণগত নয়, মানগত শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষাঙ্গনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষণ ও শিখনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাপরিবারের সম্মিলিত উদ্ভাবনী প্রয়াস সঠিক পন্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমে মেধাবী ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের সক্রিয় মনোনিবেশের ফল দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারে সঞ্জীবনী হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'শিক্ষায় উদ্ভাবন' শীর্ষক ধারণা প্রদর্শন (আইডিয়া শোকেজিং) কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির চর্চা ত্বরান্বিত হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

শিক্ষায় সৃজনশীলতা মানবিক নাগরিক ও উন্নত দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে- এই প্রত্যাশা করি।

মোঃ হাসানুল ইসলাম

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১০৪ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ১৫টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ১৫টি দল মোট ১৫টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১৫টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১৫টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদ প্রদান

গ্রুপ নম্বর- ০১

আইডিয়া শিরোনাম: Electronic Document Management system (EDMS) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

মেন্টর: প্রফেসর ড. তাহমিনা বেগম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম।

নাম ও পদবি	মোবাইল
মনোজ রায় (৩৭), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৬৭৪৩৩৯৭৭২
ফকরুজ্জামান (৬১), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১৯১১১৯৯১
বিথী আক্তার (৬৮), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৫৩৫৯৯৫৩৪
মোঃ ইকবাল মাহমুদ (৮৪), প্রভাষক, রসায়ন, সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	০১৭৯৯৭৭৩৯৯৯
সুমন বিশ্বাস (৯৪), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৯৩৭৮০০৯১৫
আহসান হাবীব (৯৫), প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, সরকারি নজরুল কলেজ, সাতপাড়, গোপালগঞ্জ	০১৯৪৫২৬৫২৯৬
উত্তম কুমার দাস (৯৬), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৩১৯৫৪০২৭

সমস্যার ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

বাংলাদেশের প্রতিটি কলেজে বিভিন্ন সময়ে কলেজ প্রশাসনের, শিক্ষকদের, শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রয়োজন হয়। ভর্তির সময় যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেটি সংরক্ষণ করা হয় পুরাতন জটিল পদ্ধতিতে যার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে সেই তথ্য খুজে বের করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আবার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাস উপস্থিতি, উপবৃত্তি, বিষয় পরিবর্তন, কলেজ পরিবর্তন, ফর্ম ফিলাপ এবং কোন ধরনের প্রত্যয়নপত্র তৈরি করার সময় একই তথ্য বারবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় । কিছু তথ্য কেন্দ্রীয় ভাবে বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলেও কলেজ ভিত্তিক বা বিভাগ ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এসব কাজ দ্রুততা ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি কলেজে আলাদা আলাদা Electronic Document Management system (EDMS) সার্ভার চালু করা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

লক্ষ্য:

ক) সহজে, দ্রুত ও সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যার মাধ্যমে যে কোন সেবাগ্রহীতাকে দ্রুত সেবা প্রদান করা যাবে।
খ) শিক্ষার্থীদের নাম, ছবি, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে।
গ) ক্লাসে উপস্থিতি, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে ফি পেমেন্ট সহ সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।
ঘ) চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে এবং প্রত্যয়ন পত্র সরবরাহ করা যাবে।

চ্যালেঞ্জ:

ক) সার্ভার ডেভেলপমেন্ট ও মেইনটেইন খরচ এবং সমন্বয় করা।
খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ:

ক) এই সার্ভারে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা একটি প্রোফাইল তৈরি করা হবে যেখানে তাদের সকল তথ্য আপলোড করা হবে। শিক্ষার্থীদের একটি আলাদা আইডি থাকবে। আইডি দিয়ে প্রতিটি প্রোফাইলের তথ্য দেখা যাবে এবং আপডেট করা হবে। সার্ভারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্ব স্ব কলেজের কাছে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের ডকুমেন্টস এক্সেস করা যাবে।
খ) তথ্য খুব সহজে খুজে পাওয়া যাবে।
গ) তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে যার ফলে হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।
গ) সকল ডেটা সুরক্ষিত থাকবে এবং যে কোন সময় যে কোন প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে ।
ঘ) কাগজের ব্যবহার কমবে এবং খরচ কমবে।

গ্রুপ নম্বর- ০২

আইডিয়া শিরোনাম: **Introducing Project & Class based Exam system rather conventional Exam System.** গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে প্রকল্প ও শ্রেণী কার্যক্রম ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন

মেন্টর: প্রফেসর ড. উম্মে আসমা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
মু. মোস্তাফিজুর রহমান (৩৩), প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, রামগড় সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি	০১৮১১-৯২১৭৬৩
মুহিব উল্লাহ (৩৮), প্রভাষক, বাংলা, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।	০১৭০৭-৮৩৫২০০
অর্পিতা ধর (৩৯), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।	০১৮৪৬-৯৬৮৬১০
মুহাম্মদ আরফাতুল ইসলাম (৭৪), প্রভাষক, বাংলা, পটিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৭৭৬-১৯৬২৭৩
কানিজ ফতেমা (৯৩), প্রভাষক, ইংরেজি, চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।	০১৮৩৩-৫৫৬৫৩০

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

বাংলাদেশের স্কুল কলেজ সমুহের পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শুধু মুখস্থ ও সীমিত কিছু প্রশ্নোত্তর শিখে পরীক্ষা দিয়ে থাকে যাতে একজন শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট ভিত্তিক বা প্রকল্প প্রদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ। এখানে Extra curricular Activities গুলোর মূল্যায়ন হবে পুস্তকের পরীক্ষাগুলোর সমান ভাবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আগ্রহ ও স্কিল এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ধাপে সে যেন তার আগ্রহের ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করতে পারে। তাই শিক্ষার বাস্তবিক দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে হলে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্যঃ

লক্ষ্য:

- ✓ শিক্ষার্থীদের সঠিক মেধা যাচাই করা ও প্রকৃত মেধাবীদের চিহ্নিত করা।
- ✓ শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার বিষয় নির্ধারণ করার সুযোগ করে দেওয়া, যেন একজন সত্যিকারের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে।
- ✓ পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি একস্ট্রা কারিকুলার একভিটিজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই ও পরিপূর্ণ ও সুস্থ মননের বিকাশের মাধ্যমে একজন পার্ফেক্ট নাগরিক/সিটিজেন সৃষ্টি করা যাবে।

চ্যালেঞ্জ:

- ❖ গতানুগতিক সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে। এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির মতো দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।
- ❖ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ মূলক কাজের জন্য ব্যয় বাড়বে।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ

- ✓ শিক্ষকগণ ক্লাসের পড়ানোর সময়ে অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়ন করবে। এবং নিয়মিত মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সহ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট প্রদান করবেন এবং তাদের কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।
- ✓ আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার পরিবর্তে নিয়মিত বা সপ্তাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকবে শতভাগ এবং সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী তৈরী হবে:

- ❖ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমবে।
- ❖ শিক্ষাথীদের উপস্থিতি নিশ্চিত হবে।
- ❖ পুস্তকের পড়াশুনা ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা চিহ্নিত করা যাবে।
- ❖ শিক্ষার্থীরা আসলেই বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যা নিয়মিত জীবনে কাজে লাগাতে পারবে।
- ❖ মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের হয়ে সত্যিকারের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটবে।
- ❖ নৈতিক ও স্বাস্থ্যগত শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের দক্ষ মেধাগুলোকে ভবিষ্যতের বিকাশের পথ খুলে যাবে।
- ❖ উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি শ্রেণি পাওয়া যাবে।

গ্রুপ নম্বর- ০৩

আইডিয়া শিরোনাম: একজন শিক্ষার্থী দিবে একজন নিরক্ষরকে মুক্তি

মেন্টর: জনাব লুৎফর রহমান, উপ-পরিচালক, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
অমিত বিশ্বাস (০২), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি সুফিয়া মহিলা কলেজ, মাদারীপুর	০১৬৭৪৪৬৭৫১৯
রাজীব কুমার বসু (১৪), প্রভাষক, দর্শন, শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৩৯১১৭৭১১
রথীন্দ্র নাথ হালদার (৩২), প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৩৯৪৩০১২৪
শিপন আলম (৩৪), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ	০১৯২২২৫৭৭৫৭
মো: নাজির হোসেন (৪২), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ	০১৭১৭৪৩৪৯৭৩
মো: রিয়াদ হোসেন (৮৬), প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মাদারীপুর সরকারি কলেজ	০১৭৬৪০৪০৫০৩
আশিকুল ইসলাম (৯৮), প্রভাষক, দর্শন, সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর	০১৭৩৪৭৬৮৪৭৩

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি :

শিক্ষা অর্জনের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে মানুষকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা, কিন্তু আমাদের দেশ ও জাতি এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এদেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ মানুষের সাক্ষর জ্ঞান নেই। প্রতি বছর সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার মাত্র ১ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান হারে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে আরো প্রায় ৩০ বছর লেগে যাবে। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করতে হবে যা নিরক্ষরতা দূরীকরণে বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলোর দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪-৫ কোটি আর ব্যানবেইজের শিক্ষা সমীক্ষা- ২০১৩ মোতাবেক শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন কোটির ওপরে। এক্ষেত্রে সফলতার হার যদি ৫০ শতাংশও ধরা হয় তাহলেও সর্বোচ্চ ৭ বছরের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ধারণা থেকেই আমরা আমাদের উদ্ভাবনী ধারণার নাম দিয়েছি- "একজন শিক্ষার্থী দিবে একজন নিরক্ষরকে মুক্তি"।

ইনোভেশনের লক্ষ্য/ চ্যালেঞ্জ :

লক্ষ্য : শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ২০২৮ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা এবং শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করা।

চ্যালেঞ্জ :

১। শিক্ষার্থী ও নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনা প্রদান করা।

২। সাক্ষরতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী ও নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত সময় বের করা।

৩। নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য শিখন প্রক্রিয়া চলমান রাখা।

৪। কার্যকর মনিটরিং ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ :

প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অনুযায়ী গ্রুপ করে শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করবেন। নির্দিষ্ট গ্রুপের প্রত্যেক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন করে নিরক্ষর ব্যক্তির নামের তালিকা প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল নিরক্ষর ব্যক্তিদের তথ্য কম্পিউটারে ডেটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করবেন।

তিন মাস অন্তর সাক্ষরতা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ করবে ও বছর শেষে প্রতিষ্ঠান প্রধান উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ সাক্ষরতা কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন।

এভাবে প্রত্যেক জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন থেকে নিরক্ষরতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ফলাফল :

১। সমাজ ও দেশ নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭(গ) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে।

৩। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এ উল্লিখিত নিরক্ষরতা বিষয়ক অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

৫। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয় রোধ হবে।

৬। নিরক্ষরতার কারণে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি থেকে দেশ মুক্তি পাবে।

৭। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা কৌশল বৃদ্ধি পাবে ও তাদেরকে সৃজনশীল হতে সহায়তা করবে।

৮। অপরের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরির পাশাপাশি সার্বিকভাবে দেশ গঠনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

গ্রুপ নম্বর- ০৪

আইডিয়া শিরোনাম: নায়েম শিক্ষা জাদুঘর

মেন্টর: জনাব খোরশেদ আলম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
জান্নাতুল ফেরদৌস (০৭), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর	০১৭২০-০৭৭৭৮৬ jannatul777777@gmail.com
অলক ভাট (১৮), প্রভাষক, ইংরেজি, শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৭২২-৩৪৪৭৪৯ bhatallok@gmail.com
মো. সাইফুল ইসলাম (৪৫), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	০১৭০০-৫২৭২৪৭ saif.sm.du@gmail.com
হামিদুর রহমান (৬৫), প্রভাষক, মার্কেটিং, ময়মনসিংহ সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭৬৬-২৪৫৫৫৮ hamiddumkt@gmail.com
মো. শাহীনুল ইসলাম (৭৯), প্রভাষক, সমাজকর্ম, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ	০১৭৬০-৩০০২৪০ shahiniswrdu@gmail.com
আবু হানিফ (৮০), প্রভাষক, শিক্ষা, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ	০১৭২২-৮৫০০২৯ abuhanif.ierdu@gmail.com
মো. রবিউল ইসলাম (৯০), প্রভাষক, অর্থনীতি, সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ,জামালপুর।	০১৭৩৬-৯৯১৩৩৬ rabiuleco39@gmail.com
আতিয়া আক্তার (৯৭), প্রভাষক, ইতিহাস, সরকারি এম এম আলি কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭৯৬-২৮৮৮০২ ateya37.ju@gmail.com
আল-আমিন (৯৯), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি এম এম আলি কলেজ, টাঙ্গাইল	০১৭৩৪-৫৫২২৫২ alamindu0817@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

- স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষার দলিল, শিক্ষা কমিশন, পান্ডুলিপি ও শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা না থাকা।
- তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা উন্নয়নে উন্নত বিশ্ব থেকে পিছিয়ে থাকা।
- সরকারি প্রকল্পে ও খরচে বিশাল ব্যয়ে নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কে জানতে বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়। যা জিডিপির শিক্ষার অনেকাংশ অযথা ব্যয়ে চলে যায়।
- বৈশ্বিক শিক্ষার নতুন ধারনা, পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতা/জ্ঞানের অভাব।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ:

আমাদের প্রকল্পে এমন একটি জাদুঘর থাকবে যার ভিত্তি হবে Glocal অর্থাৎ Global+Local আইডিয়া ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। এখানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন, প্রথম শিক্ষাক্রম, ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি, মৌলিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ইত্যাদি যা বাস্তবে দেখলে একজন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক মূর্ত ও ব্যবহারিক ধারণা পাবে। জাদুঘরের আরেকটি দিক হলো এখানে বিদেশী উন্নত বিশ্বের শিক্ষা উদ্ভাবন, কৌশল ও নতুন নতুন জনপ্রিয় তত্ত্ব ও শিক্ষা উপকরণ থাকবে, যা দেখে প্রশিক্ষণ বা ক্লাসে পড়াশোনার চেয়ে বেশী জানতে পারবে। নায়েমে মূলত স্বল্প পরিসরে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু করা যায়। পর্যায়ক্রমে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিতে এই মডেলটি থাকলে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হবে।

উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে যে সব ফলাফল আশা করা যায়:

- শিক্ষায় উন্নত মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপে ব্যয়বহুল সরকারি ট্যুর দিতে হবে না। দেশে বসেই এসব দেশের শিক্ষার সামগ্রিক ধারণা পাবে। বিদেশী শিক্ষাসফরে একটি মাত্র দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য-তত্ত্ব পায়। অথচ নায়েম শিক্ষা জাদুঘরে অনেকগুলো উন্নত দেশের সমন্বিত অনেক তথ্য পাবে।
- NAEM, TTC, BMTTI, HSTTI সহ দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে Leadership, Curriculum, Inclusive, ICT, Digital content সহ ব্যয়বহুল ও স্বল্প/মধ্য মেয়াদী ট্রেনিং না দিয়ে নায়েম শিক্ষা জাদুঘর কয়েক ঘন্টার জন্য পরিদর্শন করলে কার্যকর ও মূর্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে।
- সরকারি অর্থ ও সময়ের অপচয় কমবে।
- শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসকদের প্যাডাগোজিক্যাল-এন্ড্রাগোজিক্যাল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষা জাদুঘরের কৌশল ও বিষয়বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে SDGs অর্জন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সহ বাংলাদেশের Vision-2021, Vision-2041 অর্জনে শিক্ষক , শিক্ষা প্রশাসকগণ ও স্টেকহোল্ডাররা মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে শিক্ষার নতুন নতুন বৈশ্বিক জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।

গ্রুপ নম্বর- ০৫

আইডিয়া শিরোনাম: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্রতিষ্ঠা

মেন্টর: জনাব স্বপন কুমার সাহা, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
মো. জহুরুল ইসলাম (০১), প্রভাষক, বাংলা সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৪৫ ৩৩৪৭০৭ islamzahurul16@gmail.com
মো. নাসির উদ্দিন মিঞা (১২), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭২৪ ৪০২০৪৯ nshoshag47@gmail.com
উৎপল বিশ্বাস (৪৪), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ আবদুর রউফ কলেজ, ফরিদপুর	০১৭২১ ২৫৬১৩২ utpalwas@gmail.com
মানছুরা আক্তার (৬০), প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান, সরকারি সারদাসুন্দরী কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৪৪ ৪৩০৮৮৪ mansura@gmail.com
মো. আসাদুজ্জামান সুমন (৭৮), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, বোয়ালমারী সরকারি কলেজ, ফরিদপুর	০১৭১৭ ১২৮৬৪০ asadsumon@gmail.com
প্রতীতি শহীদ (৮৫), প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান, সরকারি ইয়াছিন কলেজ,ফরিদপুর	০১৬৭৫ ০০১০২৮ protitishahid@gmail.com
হাবিবুর রহমান (৮৭), প্রভাষক, ইসলামি শিক্ষা, সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৪৪ ৪৩০৮৮৪ rhabibur@gmail.com
এস.এম. লুৎফর রহমান (৮৮), প্রভাষক, ইতিহাস, সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৪৪ ৩৩৬৯৮৫২ lutforju@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির দ্বারপ্রান্তে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এই যাত্রায় সামিল হতে পারে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু বর্তমানে এই পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জনশক্তির অভাব রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায় বলে আমরা মনে করি।

ইনোভেশনের লক্ষ্য:

ক. ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা, যাতে করে ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়ন বেগবান হয়।
খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
গ. এই কার্যক্রমকে সফল করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
ঘ. শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পার্থক্য কমিয়ে আনা ।

সমস্যার সমাধান ও আইডিয়ার বিবরণ:

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা এবং আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

লক্ষ্য বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক. শিক্ষার্থীদের নতুনত্বের প্রতি অনীহা খ. অসম তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা গ. সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের অনীহা

চ্যালেঞ্জসমূহের সমাধান:

ক. স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন করা। প্রয়োজনে বিশ্ব-ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শন।
খ. নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।
গ. প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকার ফলে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে না।
ঘ. চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী কর্মকর্তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলাফল:

প্রোগ্রামিং সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ তৈরি করা। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরি হবে যাতে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে। প্রোগ্রামিং নির্ভর কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এর উন্নয়নে ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে । প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবনির্মিত ল্যাবের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

গ্রুপ নম্বর-০৬

আইডিয়া শিরোনাম: Social Emotional Learning (SEL) program এর মাধ্যমে নিরাপদ শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী তৈরি করবে।

মেন্টর: জনাব আসমা আক্তার খাতুন, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম।

নাম ও পদবি	মোবাইল
হাসান মুরাদ (০৬), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৮১১৩১৭৮৮৭
মো. সাইফুল ইসলাম (২৬), প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজ, নোয়াখালী	০১৭০৮৩৪৭৬৮
ওমর ফারুক (২৯), প্রভাষক, ইতিহাস, চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁদপুর	০১৯১৩৫৮৭৭৮০
হাসানুজ্জামান (৩৬), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, ফেনী সরকারি কলেজ	০১৮১২৬০৬৫৮৫
সাইফুল ইসলাম (৫১), প্রভাষক, রসায়ন, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭২৬২৬৮২৪৩
মো. সিফাতুল ইসলাম (৫৫), প্রভাষক, অর্থনীতি, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ, চৌদ্দগ্রাম সংযুক্ত কর্মকর্তা, এটুআই, আইসিটি ডিভিশন।	০১৬৭১৫০৬৯৫৯
মো. কামরুল ইসলাম (৬২), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৮১২৯১৩৬৫৪
মহিম চন্দ্র দাস (৯১), প্রভাষক, অর্থনীতি, কবিরহাট সরকারি কলেজ, নোয়াখালী	০১৭৬৩৭৮০৩৮৩

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বজুড়ে সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যা বাংলাদেশকেও আক্রান্ত করেছে। শিক্ষা খাতে মার্চ, ২০২০ হতে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা যেমন একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে, তেমনি শিক্ষাজীবন স্থবির থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। এর ফলে বৃদ্ধি পাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার, কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, দুর্বল হবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও যোগাযোগ, বৃদ্ধি পাবে পরীক্ষাভীতি ও সংশয়, যার প্রভাব ফেলবে তাদের ফলাফলে, উচ্চ শিক্ষা ও ক্যারিয়ারে, পারিবারিক ও বিভিন্ন আন্তসম্পর্কে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হলেও উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে বিশেষায়িত সামাজিক সংবেদনশীল শিক্ষা (Social Emotional Learning) কার্যক্রম এর কোনো বিকল্প নেই।

সামাজিক সংবেদনশীল শিক্ষণ (এসইএল) বিভিন্ন দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শিক্ষার্থীদের ব্যাক্তিগত জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ, আবেগ পরিচালনা করতে, আবেগ প্রকাশ করতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করে। অনেক শিক্ষার্থীই দীর্ঘ ছুটির পর পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের কারণে আর শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখতে পারবে না। তাদের ফিরিয়ে আনতে ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে প্রয়োজন বিশেষায়িত কার্যক্রম।

সামাজিক সংবেদনশীল শিক্ষণ (এসইএল) হল এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে এবং আবেগ পরিচালিত করতে, ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জন করে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি বোধ করে, সহায়ক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে দায়বদ্ধ করে তোলে।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্যঃ

লক্ষ্য:

ক) করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা উন্নয়ন

খ) শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ ও উচ্চ শিক্ষার সঠিক দিক নির্দেশনা

গ) ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষতা সমূহের প্রশিক্ষণ ও ব্যাপক চর্চা

চ্যালেঞ্জ:

ক) কর্মশালার জন্য প্রয়োজনীয় মডিউল তৈরী করা এবং সমন্বয় করা।

খ) প্রয়োজনীয় রিসোর্স পার্সন পাওয়া এবং তাদের সময় অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানটি আয়োজন।

গ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ

কার্যক্রমটি একজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে কর্মশালারূপে কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়ন করবেন। বিভিন্ন কর্মশালায় স্থানীয় সফল ব্যাক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী, মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সিলর, সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সুশীল ব্যাক্তিবর্গকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন যাতে তরুণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মানসিকতা তৈরি হয়। পাশাপাশি প্রতিটি কর্মশালার পর শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে কলেজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে কিছু ছোট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ দিবেন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিপাবে এবং পরীক্ষাভীতি কাটিয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

খ) দুর্বল শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার হার কমবে।

গ) পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটবে এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে

গ্রুপ নম্বর-০৭

আইডিয়া শিরোনাম: স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের Unique পরিচিতি নম্বর প্রদান

মেন্টর: মো. শওকত আলী খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
শামীমা ইয়াসমিন (১৫), প্রভাষক, ইংরেজি, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা	০১৮১২৪২৬৮১৬
মোঃ নাজমুল হোসেন (২১), প্রভাষক, মার্কেটিং, আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা	০১৭৪৫৪৩৯৫৬০
মিঠুন মজুমদার (২৮), প্রভাষক, ফিন্যান্স, আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা	০১৭৫৯৫০৫৭১৫
মোঃ তারিকুল ইসলাম (৩০), প্রভাষক, অর্থনীতি, সরকারি পি.সি. কলেজ, বাগেরহাট	০১৯১৬০০১৯১৬

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ২৮ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রায় ২,৩০০ কলেজের (সরকারি ২৭৫ এবং বেসরকারী ২,০০০) মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতোকত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৯টি অনুষদের মাধ্যমে ৪৪টি বিষয়ে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী প্রদান করে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই Unique ID নাম্বার ব্যাবহার করে আসছে তার সৃষ্টির শুরু থেকে। যে কোনো একটি পরিচিতি নাম্বার বিশ্লেষন করে খুব সহজেই ঐ শিক্ষার্থীর সেশন, অনুষদ, বিষয় বের করা যায়। বিস্তারিত তথের প্রয়োজনে এবার ঐ শিক্ষার্থীর পরিচিতি নাম্বার ওয়েবসাইটের ডাটাবেজ থেকে বের করা যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তত্য নির্ভূলভাবে বের এবং অন্যান্য সকল তথ্য পাওয়ার জন্য এই Unique পরিচিতি নাম্বার প্রদানের বিকল্প নেই।

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত্ব কলেজ কোড (৪ অঙ্ক)	সরকারি পিসি কলেজ ০১০১, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ ০৩১২
বর্ষ (৪ অঙ্ক)	২০২০,২০২১,২০২২,৯৯৯
অনুষদ (২ অঙ্ক)	১. ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান): মানবিক = ১০, ব্যবসায় শিক্ষা = ২০, বিজ্ঞান = ৩০, সামাজিক বিজ্ঞান = ৪০, ২. ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস): মানবিক = ১১, ব্যবসায় শিক্ষা = ২১, বিজ্ঞান = ৩১, সামাজিক বিজ্ঞান = ৪১ ৩. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংঃ৩২
বিষয় (২ অঙ্ক)	১. কলা ও মানবিকঃ আরবী = ০১, বাঙলা = ০২, ইংরেজি = ০৩ ইত্যাদি ২. সামাজিক বিজ্ঞানঃ অর্থনীতি = ০১, গার্হস্ত অর্থনীতি = ০২, রাষ্ট্রবিজ্ঞান = ০৩ ইত্যাদি ৩. বিজ্ঞানঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান = ০১, গণিত = ০২ ইত্যাদি
মেধাস্থান অথবা ভর্তির ক্রমিকঃ ৩ অঙ্ক	০০১, ০০২,,৯৯৯.

ইনোভেশন লক্ষ্যঃ

- শিক্ষার্থীদেরকে একটি Unique পরিচিতি নাম্বার প্রদান
- প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের সাথে সম্পর্কিত করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ

Unique পরিচিতি নাম্বারের ধারণা বলতে এমন একটি সংখ্যা যা কতকগুলো ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অঙ্ক দিয়ে তৈরি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হলো শিক্ষার্থীর ভর্তি বছর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রদত্ত কলেজ কোড, অনুষদের বিবরণ, বিষয় কোড এবং মেধাস্থান অথবা ভর্তির ক্রমিক নাম্বার। নিচের টেবিলের মাধ্যমে বিষয়টির ধারণা আরো সুস্পষ্ট হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

উপরোক্ত ধারণা বাস্তবায়নের ফলে নিম্নলিখিত ফলাফল্ পাওয়া যাবেঃ

- সারাজীবনের জন্য একটি পরিচিতি নাম্বার শিক্ষার্থীদের নিজেদেরকে চিনতে সহযোগিতা করবে।
- দ্রুত সেবা প্রদান করা যাবে
- তথ্যজট কমানো সম্ভব
- দ্রুত ফাইল অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে
- সময় সংক্ষেপন হবে
- কাগজপত্রাদির ব্যবহার কমবে

গ্রুপ নম্বর-০৮

আইডিয়া শিরোনাম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল সনদ প্রদান

মেন্টর: মো. আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক (কমন), নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল
মোসা. কামরুন নাহার (২৭), প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়	01838309064 nislam5186@yahoo.com
ফারজানা আকন্দ (৪৩), প্রভাষক, বাংলা, দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজ	0177758003 farzanaakanda412@gmail.com
নিশাত তারান্নুম (৩১), প্রভাষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজ	01921396104 ntnutrition@yahoo.com
মো. শামিমুল হক (৭০), প্রভাষক, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, গভ: কলেজ অব এ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স, আজিমপুর, ঢাকা	01713581793 Shamimmbstu11@gmail.com
আয়শা খাতুন (৪৭), প্রভাষক, ইংরেজি, টঙ্গী সরকারি কলেজ,গাজীপুর	01750862494 ayesashameem@gmail.com
সায়লা ইয়াছমীন প্রিয়া (৭২), প্রভাষক, রসায়ন, সরকারি বাঙলা কলেজ	01741930033 shayla26280@gmail.com

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে দূরবর্তী জায়গা যেমন বিদেশ,অন্য জেলা,বিভাগ থেকে আসা কষ্টসাধ্য।
(খ) অফিস থেকে সহযোগিতা না পাওয়া।
(গ) যথা সময়ে সনদ না পাওয়া।
(ঘ) টেস্টিমোনিয়াল, এপিয়ার্ড সনদ বা অন্যান্য সনদপত্র তুলতে বিড়ম্বনার শিকার হওয়া।
(ঙ) অর্থ ব্যয় এবং সময় অপচয়।
(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

(ক) অফিসের কর্মচারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা।
(খ) দক্ষ ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল গঠন ।
(গ) কারিগরী ত্রুটি হওয়ার ঝুঁকি।
(ঘ) কর্মচারীদের ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা।
(ঙ) শিক্ষার্থীদের দ্রুত সময়ে,সহজে এবং বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।
(চ) সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়ন।
(ছ)ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া।
(জ) শিক্ষা কার্যক্রমকে দ্রুত ও সহজ করে তোলা।
(ঞ) আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রাখা।

সমস্যার সমাধান/ আইডিয়ার বিবরণ:

(ক) সকল কর্মচারীদের কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ক ইন-হাউজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।
(খ) নিয়োগের সময় আইসিটি বিষয়ে দক্ষ ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নিয়োগ করা।
(গ) হ্যাকিং বা অন্যান্য কারিগরী ত্রুটির জটিলতা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(ঘ) কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করা।
(ঙ) গুগল ফরম, ইমেইলের মাধ্যেমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ইমেইল একাউন্টে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কি কি ফলাফল তৈরি হবে?

(ক) পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে যেকোন সময়ে সেবা পাওয়া যাবে।
(খ) শিক্ষার্থীদের সময়ে এবং অর্থের অপব্যয় রোধ হবে।
(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা আসবে।
(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ডিজিটাল বাংলাদেশের আরেকধাপ প্রতিফলন ঘটবে।
(ঙ) শিক্ষার্থীদের সময়ে এবং অর্থ বাঁচবে।
(চ) সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবার মানের উন্নয়ন ঘটবে।
(ছ)শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আসবে।

গ্রুপ নম্বর-০৯

আইডিয়া শিরোনাম: স্বেচ্ছায় ফান্ড গড়ি, মেধাবী নারী শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করি

মেন্টর: মো. আয়েত আলী, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	মোবাইল, ই-মেইল
মো. ফিরোজ হোসেন (৫৩), প্রভাষক, ইতিহাস, সরকারি আকবর আলী কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৯৮৯৮৪১৬ firoznvp@gmail.com
মো. মিজানুর রহমান (৫৭), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	০১৭৩৮৫৬২৭৩৭ mijan628@gmail.com
মো. শাহাজাহান আলী (৬৩), প্রভাষক, ইতিহাস, নাজির আখতার কলেজ, বগুড়া	০১৬৭০০১৭১৯০ shahajahanali999@gmailcom
সরকার রাহনুমা আফরোজ (৬৪), প্রভাষক, অর্থনীতি, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী	০১৯৫৬৫৮৪৮৭৮ rahnuma011@gmail.com
মো. আবু বকর সিদ্দিক (৬৬), প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাবনা	০১৭২২০৪৫৬৭৫ absjewel35@gmail.com
আখতারুজ্জামান (৭১), প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া	০১৭৩৭৯৪৪৭১৮ akhtar.soc.du@gmail.com
মো. জাহাঙ্গীর আলম (৭৫), প্রভাষক, বাংলা, নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ, নীলফামারী	০১৭১৯৩৪৭৫৭০ jahangir7alam@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

(ক) আর্থিক অনটনের কারণে অনেক সম্ভাবনাময়ী নারী শিক্ষার্থী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না।
(খ) আর্থিক ও সামাজিক কারণে মেয়েদের বাল্যবিবাহ হওয়ার ফলে মেয়েরা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে না ।
(গ) বখাটে ছেলেদের দ্বারা মেয়েরা উত্যক্ত হওয়ার কারণে অনেক অভিভাবক মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয় ।
(ঘ) সঠিক গাইডলাইনের অভাবের কারণে অনেক মেধাবী নারী শিক্ষার্থী পড়ালেখা হতে ঝরে পড়ে ।।

চ্যালেঞ্জ/ লক্ষ্য:

(ক) আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরী করা ।
(খ) অবিভাবকদের অসচেতনতা ও দারিদ্রতার জন্য মেয়েদের শিক্ষা চালিয়ে নেয়া কষ্টকর।
(গ) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ।
(ঘ) শিক্ষার গুরুত্ব সর্ম্পকে সচেতনতা গড়ে তোলা ।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- ✓ কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সম্পাদক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দুইজন ছাত্রী মোট ৮ সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন । তহবিলে যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অর্থ সহায়তা দিতে পারবে।
- ✓ একটি সহায়তা তহবিল পরিচালনার জন্য যৌথ ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে এবং হিসাবে ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে কেবল না রেখে শুধুমাত্র তাদের পদবী ব্যবহার করা হবে যাতে তাদের বদলীজনিত কারণে কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।
- ✓ প্রতিবছর একাদশ শ্রেণীর অত্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী প্রাথমিক অবস্থায় ৩-৪ জন নারী শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে হবে যারা প্রত্যেকে ১৫০০-২০০০ টাকা মাসিক হারে পাবে। পরবর্তীতে তহবিলের আকার বড় হলে সর্বোচ্চ ২০ জন নারী শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- ✓ আর্থিক সহায়তা গ্রহণকারীরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ দেয়া যাবে না।
- ✓ রেজিস্ট্রিভুক্ত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও নজরদারির মাধ্যমে শিক্ষাজীবন চলমান রাখা। প্রবল সম্ভাবনাময়ী নারী শিক্ষার্থীদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা বহাল রাখা।
- ✓ প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর নিকট হতে প্রাথমিক ভাবে একটি অনুদান ফান্ড সৃষ্টি করা।
- ✓ কলেজের স্থায়ী/চলমান সম্পদের একটি অংশ অনুদান ফান্ডে জমা রাখা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- ❖ মেধাবী নারী শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছতে আর কোন বাধার সৃষ্টি হবে না ।
- ❖ পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারবে ।
- ❖ নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে ।
- ❖ শিক্ষার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ।
- ❖ মেধাবী নারী শিক্ষার্থীরা দেশের মানব সম্পদে পরিণত হবে ।

গ্রুপ নম্বর-১০

আইডিয়া শিরোনাম: কলেজ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে স্মার্ট অ্যাপস

মেন্টর: জনাব মো. জাহাঙ্গীর কবীর, সহকারী পরিচালক (নায়েম)

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
মো. সাইদুর রহমান সগির (১৭), প্রভাষক, ইংরেজি, পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী	০১৯২২৭১০৭০০ saedur.bd700@gmail.com
মরিয়ম জাহান (২৩), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী	০১৭১০৬২৫১৮৪ morium.dshe@gmail.com
সুভাষ চন্দ্র দেউড়ী (৪০), প্রভাষক, পরিসংখ্যান, সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল	০১৯১৭৯৮০৭৭৭ sdaury@isrt.ac.bd
মো. ওসমান মোল্যা (৬৯), প্রভাষক, গণিত, সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, পিরোজপুর	০১৯১১৯৫০৪০০ mdosmanmolla@gmail.com
তানজুম ইসলাম রিমা (৭৭), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ, বরিশাল	০১৭৭৫৫৫২৮৫৩ tanjum34mgt@gmail.com

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

(ক) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার কম।
(খ) ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি, ফরম পূরণসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন করতে শিক্ষার্থীদের হয়রানি।
(গ) কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগের ঘাটতি।
(ঘ) কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।
(ঙ) বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা আয়োজন এবং ফলাফল তৈরি ও প্রকাশে জটিলতা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ / লক্ষ্য:

(ক) হ্যাকিংসহ বিভিন্ন কারিগরি ত্রুটি হওয়ার ঝুঁকি।
(খ) দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নিয়োগ।
(গ) সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্মার্ট ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।
(ঘ) শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ও অ্যাপস ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা।
(ঙ) ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধ করা।

সমস্যার সমাধান / আইডিয়ার বিবরণ:

(ক) সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা।
(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কলেজে একটি "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল" গঠন করা।
(গ) শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ও অ্যাপসের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(ঘ) ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতন করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

(ক) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে।
(খ) অভিভাবকদের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ সহজ হবে।
(গ) শিক্ষার্থীদের কলেজে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবক উভয় সহজে জানতে পারবে।
(ঘ) ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি, ফরম পূরণসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন শিক্ষার্থীরা "স্মার্ট অ্যাপস" এর মাধ্যমে করতে পারবে এবং এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে।
(ঙ) কলেজ থেকে প্রদানযোগ্য প্রশংসাপত্রসহ অন্যান্য সনদ শিক্ষার্থীরা "স্মার্ট অ্যাপস" এর মাধ্যমে পেতে পারবে।

গ্রুপ নম্বর- ১১

আইডিয়া শিরোনাম: ক্যাম্পাস ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরামর্শ সেবা

মেন্টর: ড. কল্যাণী নন্দী, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
মো. আসিফুজ্জামান (১৩), প্রভাষক, ইস: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ , পাবনা	০১৭৩২০২৩৩৭২ asifjaman45@gmail.com
মো. রোকনুজ্জামান (১৬), প্রভাষক, সমাজকর্ম, রানী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ. নাটোর	০১৯২২১৪৫৯১৪ rokonbd2012@gmail.com
মো. জাকিরুল ইসলাম (২২), প্রভাষক, রসায়ন, সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ	০১৭২৩৯৩৯১১৯ zakir.chem58@gmail.com
স্বপন কুমার পাল (২৪), প্রভাষক, ভূগোল, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ	০১৭৭৯৬৫৬৫৫৩ swapandu251@gmail.com
এস.এম. সোহেল রানা (৪১), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ, বগুড়া	০১৭২১০৩৪৮৮৮ sohelrana198617@gmail.com
মো. রাজিবুল হক (৫০), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭২১৯৬১৩৮৫ razibul300586@gmail.com

বর্তমান সমস্যা ও কারণ:

(ক) ক্যাম্পাস ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব।
(খ) শিক্ষার্থীরা জানে না কাঙ্খিত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির জন্য কোথায় এবং কার কাছে যেতে হবে ।
(গ) কাউন্সেলিং এর অভাব।
(ঘ) অনুমানভিত্তিক রোগ নির্ণয়।
(ঙ) প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তি ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
(চ) অধিক অর্থ ও সময় ব্যয়
(ছ) পরিবহন সংকট
(জ) অসচেতনতা ও সংকোচবোধ

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

(ক) ক্যাম্পাসে চুক্তিভিত্তিক ডাক্তার নিয়োগ।
(খ) কাউন্সেলিং টিম গঠন।
(গ) স্বাস্থ্য সেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক প্রচারনা ও সেশন পরিচালনা ।
(ঘ) কল-অন সার্ভিস স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা।
(ঙ) ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি।
(চ) শিক্ষর্থীদের স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কী কী?

(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
(খ) অনুমান ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার পরিবর্তে গুনগত স্বাস্থ্যসেবার প্রবর্তন।
(গ) কল-অন স্বাস্থ্য পরামর্শ সেবা ।
(ঘ) স্বল্প খরচে কম সময়ে গুনগত প্রাথমিক সেবা ব্যবস্থা ।
(ঙ) কাউন্সেলিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

(ক) ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা গুনগত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পাবে ।
(খ) শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা পাবে।
(গ) মোবাইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ পাবে ।
(ঘ) প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ পাবে ।
(ঙ) ক্যাম্পাস ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার উদাহরন সৃষ্টি হবে ।

গ্রুপ নম্বর-১২

আইডিয়া শিরোনাম: নিজে শেখো

মেন্টর: ড. সাফায়েত আলম, সহকারী পরিচালক (অর্থ), নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
কানিজ রেহেনা (০৩), প্রভাষক, ইতিহাস, কোটচাদপুর কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজ	01927592203 kanizrehenakmh@gmail.com
সানজিদা ফেরদৌস (১১), প্রভাষক, বাংলা, মেহেরপুর সরকারী কলেজ	01723033518 sanjida34jaman@gmail.com
শংকর দত্ত (২০), প্রভাষক, ইংরেজি, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ	01745861476 sankardu1989@gmail.com
মোঃ সালাহ উদ্দীন রিগ্যান (৫৪), প্রভাষক, ইতিহাস, মহেশপুর সরকারী ডিগ্রি কলেজ	01760643770 msreagan31@gmail.com
শেলফিন আক্তার (৫৬), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ	01723551087 accshelfinakter.lec.kgc@gmail.com
মোঃ তৌফিক এলাহী (৭৩), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ	01767361303 towfiqueelahe1@gmail.com
মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন (৮২), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোহাগড়া সরকারী আদর্শ কলেজ	01921340501 imtiajhossaindu@gmail.com
কানু কুমার ঘোষ (৮৩), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোহাগড়া সরকারী আদর্শ কলেজ	01717801899 kkghosh0@gmail.com
মিলন মন্ডল (১০৩), প্রভাষক, ইংরেজি, মেহেরপুর সরকারী কলেজ	01725431755 jmilonmondal@gmail.com

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের অধীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে শিক্ষকের সংখ্যা ও শ্রেণিকক্ষের অনুপাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত। তাছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ হতাশাব্যঞ্জক। এই বাস্তবতায়, প্রচলিত ক্যাম্পাসভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রমের পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্লাটফরমে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা ফলপ্রসু হতে পারে । এ উদ্দেশ্যে তৈরীকরা শিক্ষা ওয়েবসাইটে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সমস্ত বিষয়ের কোর্সগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেসন প্রস্তুত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেসনভিত্তিক এই শিখন পদ্ধতি সমগ্র বিশ্বে মাইক্রো-লার্নিং হিসেবে স্বীকৃত যা অত্যন্ত কার্যকর ।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ / লক্ষ্য:

- প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সহায়ক হিসেবে ভার্চুয়াল পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রচলিত ব্যবস্থায় বিরাজমান শিক্ষক স্বল্পতা ও শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে সৃষ্ট পাঠদান সমস্যা হ্রাস করা
- আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকা মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছে কোর্সভিত্তিক ধারাবাহিক লেসন অনলাইনে পৌছিয়ে দেয়া।
- সময় ও স্থান নির্বিশেষে নিজের সুবিধামত সময় ও যায়গায় তার নির্ধারিত কোর্সের লেসন সম্পন্ন করতে পারবে
- শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দঘন পরিবেশে সার্বক্ষণিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রাখা

সমস্যার সমাধান / আইডিয়ার বিবরণ:

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্সগুলোর উপর ছোট ছোট লেসন প্রস্তুত করে কোর্স ওয়ারি ওয়েবসাইটে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করতে হবে। যেমন, একটি অধ্যায়কে আমরা ১৫ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেসন প্রস্তুত করা হল । প্রত্যেক লেসনের পরে একটি কুইজ থাকবে। কুইজটির সঠিক উত্তরপ্রদানের মাধ্যমেই একমাত্র পরবর্তী লেসনে প্রবেশ করা যাবে। কোন কুইজেরই উত্তর না দিয়ে পুরো কোর্স উন্মুক্ত করতে চাইলে উক্ত শিক্ষার্থী স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত কোর্স সমাপনী সনদপত্র পাবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে সাবস্ক্রিপশন করতে পারবে এবং সাইটে তাদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রোফাইল তৈরী হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ব্যতিত অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীরাও কোর্স করতে পারবে তবে তারা লিডারবোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অর্জিত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লেসন প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক রিক্রুট করতে হবে ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে:

- জাতীয় পর্যায়ের একটি কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সারা দেশের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে । বর্তমান চলমান কলেজভিত্তিক পৃথক পৃথক অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হবে না ।
- কলেজভিত্তিক আলাদা অনলাইন কার্যক্রমের প্রয়োজন না থাকায় প্রচুর শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে ।
- ওয়েবসাইটটি প্রধানত টেক্সট-লেসন নির্ভর হওয়ায় তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হবে অত্যন্ত কম এবং এর জন্য তেমন কোন হার্ডকোর কোডিং স্কিল প্রয়োজন হবে না
- কোন টপিক অস্পষ্ট থাকলে শিক্ষার্থীরা বারবার উক্ত লেসন ওয়েবসাইটে দেখে তাদের ধারণা স্পষ্ট করে নিতে পারবে।
- ওয়েবসাইটটি ডেটা ইনটেনসিভ না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ব্যয় হবে অত্যন্ত কম।

গ্রুপ নম্বর-১৩

আইডিয়া শিরোনাম: "বন্ধুঃ কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য যৌন শিক্ষা সম্পর্কিত এ্যাপ"

মেন্টর: জনাব সায়মা রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
আবুল বাশার ভূঁইয়া (০৯), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭১৭৪৩৮৪৯২ mdabulb1985@gmail.com
ইসমত আরা সরকার (১৯), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৮২৩৮৮৫৮ ismat.ara998@gmail.com
বিলকিস আক্তার (৩৫), প্রভাষক, অর্থনীতি, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ	০১৭২৪৯৩০২৭৭ bilkisbintebarek@gmail.com
মো. নাজমুল আরেফিন (৫৯), প্রভাষক,সমাজবিজ্ঞান, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর	০১৯৪৩৮৪৫২৯২ arefin.fsb@gmail.com
হালিমা বেগম (৮১), প্রভাষক, বাংলা, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৪৭৯১৫১৯ nishu.ju@gmail.com
নিলুফা ইয়াছমিন (৮৯), প্রভাষক, ইংরেজি, ঢাকা উদ্যান সরকারি কলেজ, ঢাকা।	০১৭২৬৯৭৬৯৬৫ nipa6322@gmail.com
নাজনীন আরা পারভীন (১০১), প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১৭৪৭২৮৮৩৯৩ naju.aeceiu@gmail.com
আব্দুস সবুর (১০২), প্রভাষক, ইংরেজি, দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১৯২৪০৩৭১২৩ abdussobur758@gmail.com

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তরুণরা কি জানে, কি ভাবছে সেই ব্যাপারগুলো সামনে আনার লক্ষ্যে BRAC James P Grant School of Public Health বাংলাদেশে ৫-২৪ বছর বয়সের ১১ হাজার তরুণদের প্রথমবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হবার গড় বয়স ১৬.৫ বছর। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে চার জন করে নারী ধর্ষিত হচ্ছে। এমনকি শিশুও বাদ যাচ্ছে না এই মহামারি থেকে। বাবা, ভাই , স্বামীর কাছে থেকেও এখনও সুরক্ষিত নয় নারী। এর কারণ কি? কেন বাড়ছে এর হার? এটি মূলত বৃদ্ধি পাচ্ছে সঠিক সেক্স এডুকেশনের অভাবে? এছাড়াও ইন্টারনেটে সেক্স এডুকেশন লিখে সার্চ দিলে সেই অর্থে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, আর যেসব সায়েন্টিফিক জার্নাল আর্টিক্যাল আছে, তা পড়ে সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। বাচ্চাদের বয়সের উপযোগী কোন 'এ্যাপ' এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নাই।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

লক্ষ্য: ক) কলেজ শিক্ষার্থীদের উপযোগী যৌন শিক্ষা এন্ড জেন্ডার ইকুইটেবল (সাম্য) জ্ঞান, তথ্য ও চিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া।
খ) কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌন শিক্ষা বিষয়ক ট্যাবুসমূহ কে দূরীকরণ এবং যৌন বিষয়ক অপরাধ কমাতে ভূমিকা রাখা।
গ) কলেজ শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যৌনতা, সম্মতির গুরুত্ব, সংবেদনশীল, রেসপন্সিভ এবং জেন্ডার সাম্য আচরণ করতে শেখানো এবং রিপ্রোডাকটিভ হেলথ (প্রজনন স্বাস্থ্য) রাইট সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ।

চ্যালেঞ্জ: ক) সেক্স এডুকেশন নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুলধারণা ও জড়তা।
খ) এ্যাপ ডেভেলপমেন্টের বাজেট এবং সমন্বয়সাধন।
গ) যৌন শিষ্টাচার শিক্ষাগুলিকে বয়সোপযোগী করে বাংলাতে আকর্ষনীয় নির্মান এবং উপস্থাপন।
ঘ) বাংলাদেশের সকল কলেজের হেল্পলাইন নাম্বার সমন্বিত করা।
ঙ) এ্যাপটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা তৈরি করা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক) এ্যাপ 'ছেলে', 'মেয়ে' এবং 'উভয়' এই তিন ক্যাটাগরিতে যৌন শিক্ষা এবং জেন্ডার সমতা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত থাকবে।
খ) নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ছবি, টেক্সটের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপিত থাকবেঃ
বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন √ নিরাপদ যৌনতা √ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার ও সাইবার হ্যারোসমেন্ট
জেন্ডার সমতা √ যৌনতায় পুরুষতান্ত্রিক আচরণের কুফল √ যৌনতা এবং যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে ভুল ধারণাসমূহ
বাল্যবিবাহ √ মাসিক রজঃস্রাব √ স্বপ্নদোষ √ শারিরীক ও যৌন সহিংসতা √ যৌনবাহিত রোগ

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কি কি ফলাফল তৈরি হবে?

ক) কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ যৌনতা, সম্মতির গুরুত্ব, সংবেদনশীল, রেসপন্সিভ এবং জেন্ডার সাম্য আচরণ, রিপ্রোডাকটিভ হেলথ (প্রজনন স্বাস্থ্য) রাইট সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে এবং ভুল ধারণা গুলি দূর হবে।
খ) যৌন সম্পর্ক কী? নিরাপদ যৌনতা, কম বয়সে যৌনতার ক্ষতিকর দিক, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গর্ভধারণ, গর্ভপাত, সম্মতির গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও সচেতনতা তৈরি হবে।
গ) কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত চিন্তা এবং চেতনা জাগ্রত হবে।
ঘ) কলেজের সাইবার অপরাধ, যৌন সহিংসতা, ইভটিজিং, ধর্ষণ প্রতিরোধে এই এ্যাপের 'হেল্পলাইন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গ্রুপ নম্বর-১৪

আইডিয়া শিরোনাম: "ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার"

মেন্টর: জনাব মো. সাজ্জাদ আলী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
ডালিম কুমার রায় (০৪), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও	০১৭৩৬৯৬১১০৫ dalimkr@gmail.com
মো. ইমরান আলী মীর্জা (০৫), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট	০১৭৩৫৮৩৫২৮২ imran.ru528214@gmail.com
মো. শামীম আহম্মেদ (১০), প্রভাষক, দর্শন পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়	০১৭২২২৫২৭৬৫ Samim.methu.35@gmail.com
মো. গোলাম রফিকুল ইসলাম (৪৬), প্রভাষক, ইংরেজি দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর	০১৭১৭৫০৭২৩২ Rafiqul35bcs.edu@gmail.com
মোহাম্মদ শামসুল আলম (৪৯), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর	০১৫১৫৬০০৬৪৬ Shamsulju7@gmail.com

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

বাংলাদেশের সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা পায় না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে কাঙ্খিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে উপযুক্ত কর্মসংস্থান লাভ করতে ব্যর্থ হয় ও হতাশাগ্রস্ত হয়।

উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা।
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করা।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা
- শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করা।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- অধ্যক্ষ মহোদয়কে উপদেষ্টা করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কমিটি গঠন করা হবে। সেখানে একজন সিনিয়র শিক্ষক সমন্বয়ক, ২ জন নারী শিক্ষক ও ২ জন পুরুষ শিক্ষক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- এই কমিটি মাসে ২ দিন কলেজ অডিটরিয়ামে শিক্ষার্থীদের নিয়ে উন্মুক্ত সেমিনারের আয়োজন করবে।
- এই সেমিনারে ক্যারিয়ার সম্পর্কিত সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
- কলেজ ওয়েব সাইটে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার নামে একটি পৃথক অপশন যুক্ত করা হবে যাতে পরামর্শ ও মতামত রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে:

- শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সঠিক পথ বা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সহায়ক হবে।
- উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সহজে ক্যারিয়ার গঠন ও পেশা নির্বাচনে সহায়ক হবে।
- শিক্ষার্থীরা কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।
- শিক্ষার্থীরা আত্মকর্মসংস্থান তৈরি বা উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ হবে।

গ্রুপ নম্বর-১৫

আইডিয়া শিরোনাম: শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে গ্রিন ক্যাম্পাস বাস্তবায়ন।

শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত করে সবুজ ক্যাম্পাস স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং পরিবেশগত পরিবর্তন সাধন করা ।

মেন্টর: ড. মো. হারুনুর রশীদ, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম

নাম ও পদবি	মোবাইল ও ই-মেইল
পংকজ রায় (০৮), প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার	০১৭৬১০৩৯৯১৭ ponkajphysics@gmail.com
আব্দুর রাজ্জাক (২৫), প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান, এম সি কলেজ, সিলেট	০১৭১২৪৩৬৩৯০ shuvonsarker.lkn1989@gmail.com
শোভন চন্দ্র সরকার (৪৮), প্রভাষক, ইংরেজি, নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ, নেত্রকোণা	০১৯২১৮৩০০৮৯
তাসমিয়া শারমিন (৫২), প্রভাষক, গনিত, শাহ পরান সরকারি কলেজ, সিলেট	০১৯২১৮২০৪৪৫
মো. শফিকুল ইসলাম খন্দকার (৬৭), প্রভাষক, পরিসংখ্যান, সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, সুনামগঞ্জ	০১৭২০৩৭৭৯৭৬ kmshafiq2005@gmail.com
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৯২), প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান, নবীনগর সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১৯১৩-৪৭৫৯৫৮ mkzshojib@gmail.com
জান্নাতুল ফেরদৌস (১০৪), প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট	০১৭১০৪৬০৭৯৯

সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

- বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।
- আমাদের চারপাশে বৃক্ষের পরিমান দিন দিন কমে যাওয়া।
- ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জায়গা অব্যবহৃত পড়ে থাকা।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ / লক্ষ্য:

- কলেজের ছাদ ও বারান্দা ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং এর আওতায় আনা।
- ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবনসহ সকল অব্যবহৃত জায়গাতে বনজ, ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন করা।
- ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বৃক্ষ সম্পর্কে পরিচিত করানো।
- অতিরিক্ত উদ্ভিদ ও ডাল কেটে কাটিং ও ড্রাফটিং এর সাহায্য নতুন চারা উৎপন্ন করা।
- ছাত্রছাত্রীদের কো-কারিকুলাম এর সময়কে কাজে লাগিয়ে ক্যাম্পাসকে নির্মল ক্যাম্পাসে রূপান্তর।

সমস্যার সমাধান / আইডিয়ার বিবরণ:

সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত করা হবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি ব্লকের অব্যবহৃত জায়গা চিহ্নিত করবে। শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রজাতির (ফলজ, বনজ ও ঔষধি) বৃক্ষ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। প্রয়োজনে কলেজের প্রশাসন তাদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করবে অন্যথায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের প্রত্যেক্যের নিকট থেকে খুব সামান্য পরিমান চাঁদা নিয়ে একটি তহবিল গঠন করে তাদের দিয়ে কিছু কিছু বৃক্ষ নার্সারি থেকে সংগ্রহ করে রোপন করতে হবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে?

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বদা নির্মল পরিবেশ বিরাজমান থাকবে।
- শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হবে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে।